যুগান্তর

তারিখ 15 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবিতে দুর্বিষহ সেশনজট

মুস্তাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে চলছে ভয়াবহ সেশনজট। দুই বছরের অধিক সেশনজটের বোঝা চেপে বসেছে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে। রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশ বিশেষ করে হরতাল, ধর্মঘট, শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতিসহ নানা কারণে মাসের পর মাস দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় এ সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। এর ওপর ১৪ দলের চলমান অবরোধ এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকা লাগাতার ধর্মঘট সেশনজটের বোঝাকে আরও ভারি করে তুলেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঈদুল ফিতরের পর ৩৯ দিনের মধ্যে মাত্র ২দিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল। তবে ওই দু'দিন ক্লাস বা পরীক্ষা কোনটিই অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৩৯ দিন স্থগিত করা পরীক্ষা আবার গ্রহণে কমপক্ষে চার মাস সময় লাগবে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের জীবনে নতুন করে আরও চার মাসের সেশনজট সৃষ্টি হল। গত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা গেছে, বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় ২০০ দিনই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে বিভিন্ন ধরনের নির্ধারিত-অনির্ধারিত ছুটিতে। এ কারণেই শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি হচ্ছে দুর্বিষহ সেশনজটের। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে বর্তমানে ২ বছর থেকে সর্বাধিক ১৪ বছরের সেশনজট চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এক শিক্ষাবর্ষে সরকার খরচ করে ১০৯ কোটি টাকা। অপরদিকে শিক্ষার্থীদেরও ব্যক্তিগতভাবে মাসপ্রতি কমপক্ষে ২ হাজার টাকা হিসাবে বছরে আরও অর্ধশত কোটি টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে। এই প্রায় দেড়শ' কোটি টাকাই সেশনজটের কারণে ফি বছর দেশ ও জাতি গচ্চা দিচ্ছে।

হরতাল, ধর্মঘট, শিক্ষকদের কর্মবিরতি ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত ছুটিতে বন্ধ থাকে। এই অনির্ধারিত ছুটির কারণেই মূলত বেশিরভাগ পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরাও অনেক সময় পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলন করে। পাশাপাশি শিক্ষকদের ক্লাস নিতে অনীহা, খাতা দেখতে বিলম্ব, দেরিতে ফল প্রকাশ এবং এসব কারণে বিভিন্ন বর্ষের ক্লাস আরম্ভের সময়সীমা পিছিয়ে যাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয় সেশনজট। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদেই বর্তমানে সবচেয়ে কম ১৭ মাসের সেশনজট চলছে। আর সর্বাধিক চারুকলা ইন্সটিটিউটে ১৪ বছরের সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে।